দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ JUL 23 1999

মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ গাছের গোড়া আগায় পানি ঢালার কূটকৌ

রুহুল আমীন খান

গত মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে কিছুসংখ্যক মাদ্রাসার শিক্ষক ও প্রধানদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় মন্ত্রী বলেন যে, "২৫১টি মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে কোনটির জেনুইনিটি প্রমাণ করতে পারলে অবশ্যই অনুদান ও স্বীকৃতি ফেরত দেয়া হবে" (সংবাদ, ২১ জুলাই)। এর কিছুদিন পূর্বে জাতীয় সংসদে অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন, কোন মাদ্রাসা বন্ধ করা হয়নি, মাত্র কয়েকটি মাদ্রাসার স্বীকৃতি স্থগিত করা হয়েছে। গত শনিবার নরসিংদীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমীর হোসেন আমু বলেছেন, যারা ভুয়া মাদ্রাসা দেখিয়ে সরকারী টাকা আত্মসাৎ করে, সেসব মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত কথা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বন্ধ করে দেয়া ঐ ২৫১টি মাদ্রাসা ভুয়া এবং এ ধরনের আরো যেসব ভুয়া মাদ্রাসা আবিষ্কৃত হবে সেগুলোও বন্ধ করে দেয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যেও একথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তিনি বলেছেন, "চাল নেই, চুলো নেই এমন নামধারী মাদ্রাসাকে সরকারী অনুদান নিতে দেয়া হবে না।"

ভুয়া অর্থ মিথ্যা, অলীক, অস্তিত্বহীন, চাল-চুলোহীন এ রকম কোন প্রতিষ্ঠানকে কোন আহম্মকও অনুদান দিতে বলতে পারে না। আমরা আগেও বলেছি এবং এখনো বিশেষ জোরের সাথে বলছি, সরেজমিনে যার কোন অস্তিত্ব নেই শুধু কাগজে-কলমে প্রতিষ্ঠান খাড়া করে যে বা যারা এরূপ জাতীয় অর্থ আত্মসাৎ করেছে, অবিলম্বে তাদের চিহ্নিত করা হোক এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হোক। প্রতিষ্ঠা পর্ব থেকে সরকারী অনুদানপ্রাপ্তি পর্যন্ত যেতে একটি মাদ্রাসাকে এক এক করে ১৫টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বেনবেইজ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ডিসি অফিস, টিএনও অফিস এবং বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অফিসের অনেক পদস্থ কর্মকর্তাকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হয়। অস্তিত্বহীন, কাগজ-কলমসর্বস্ব ভুয়া মাদ্রাসাকে সরকারী অনুদান দিয়ে থাকলে সেসব দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ পার পেয়ে যাবেন কীভাবে? তাদেরকেও শাস্তি দেয়া হবে না কেন? যারা মাদ্রাসাগুলোকে ভুয়া বলছেন, জানি না তাদের কাছে এসব প্রশ্নের উত্তর কি?

আবারো প্রশ্ন করতে হয় যে, ২৫১টি মাদ্রাসাকে ভুয়া বলে চিহ্নিত করা হয়েছে– সত্যি সত্যিই কি সে মাদ্রাসাগুলো অস্তিত্বহীন? চাল-চুলোহীন? মিথ্যা? শুধু কাগজ-কলমসর্বস্ব? একটি একটি করে সবক'টির কথা বলতে পারব না, তবে এর অনেকগুলোর সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচয় আছে এবং যে কেউ সরেজমিনে উপস্থিত হলে দেখতে পাবেন, বিশাল মাদ্রাসা ভবনগুলো দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে। আসবাবপত্রের কমতি নেই। আছে ছাত্র-শিক্ষক। পড়ালেখাও চলছে নিয়মিত। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাও রয়েছে। ঐ ২৫১টির তালিকায় বৃটিশ যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে চলে এসেছে এমন মাদ্রাসাও পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ নরসিংদী জেলার কুমরাদি দারুল উলুম (ফাজিল) মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া জেলা সদরে অবস্থিত কুওয়াতুল ইসলাম আলিয়া (কামিল) মাদ্রাসা, পাবনা জেলার পুষ্পপাড়া আলিয়া (কামিল) মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার গারাঙ্গিয়া ইসলামিয়া (কামিল) মাদ্রাসা, মৌলভীবাজার জেলা সদরে অবস্থিত মৌলভীবাজার টাউন (ফাজিল) মাদ্রাসার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে এ মাদ্রাসাগুলোতে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। এক সময় এসব মাদ্রাসার বেশ সুখ্যাতি ছিল। তাই "ভুয়া মাদ্রাসা দেখিয়ে যারা সরকারী টাকা আত্মসাৎ করে সেসব মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে" এ দাবীকে কোনভাবেই সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। অবশ্য কোন কোন মাদ্রাসা নবপ্রণীত নীতিমালার শর্ত পুরোপুরি পূরণ করতে পারেনি, এ পর্যন্ত বলা যেতে পারে। কিন্তু ভুয়া আর শর্তপূরণ করতে না পারা তো এক কথা নয়।

অবশ্য কথা আছে নীতিমালা ও শর্ত নিয়েও। মঞ্জুরি ও এমপিওভুক্তি বাতিল করে যে সকল মাদ্রাসায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দেয়া হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোতেই ছাত্র সংখ্যার কোটা পূরণ করতে না পারার কারণটি উল্লেখ আছে। পাবলিক পরীক্ষা হয় এমন সব শ্রেণীতে যতসংখ্যক ছাত্র না থাকাকে মঞ্জুরি ও এমপিওভুক্তি বাতিলের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ঐসব শ্রেণীতে ঐ পরিমাণ ছাত্র থাকাই যদি মাদ্রাসার মঞ্জুরি ও এমপিওভুক্তি বহাল রাখার শর্ত রাখা হয় তবে কেবল ঐ ২৫১টি কেন গোটা বাংলাদেশে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি মাদ্রাসা ছাড়া বাকী সবগুলোকেই বন্ধ করে দিতে হবে এবং বন্ধ করে দেয়া হবে। যদি এমন শর্ত আরোপ করা হয়, যে শর্ত ৯৯ শতাংশেরও অধিক মাদ্রাসার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়, তবে সেই শর্তকে মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র বা তৎপরতা ছাড়া আর কীইবা বলা যেতে পারে। এমতাবস্থায় বিএনপির আমলে মাদ্রাসার জন্য এত কোটি টাকার বরাদ্দ ছিল আওয়ামী লীগ আমলে তা বৃদ্ধি করে এত এত কোটি টাকা করা হয়েছে তা উল্লেখ করে লাভ কি? ছাত্রসংখ্যার খড়গাঘাত অব্যাহত থাকলে বরাদ্দের টাকার উল্লেখ বাজেট বইতেই থাকবে, তা নেয়ার মত প্রতিষ্ঠান থাকবে না। এরকম বরাদ্দ শতগুণ বাড়িয়ে দিলেই বা তাতে ক্ষতি কি? টাকার স্থানে টাকাও জমা থাকল অপর দিকে তা প্রচার করে বাহবাও পাওয়া গেল, রাজনৈতিক ফায়দাও হাসিল করা গেল, এরূপ কৌশল ক'জনে জানে। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে 'গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালা'। এটা কি তারই বাস্তব উদাহরণ নয়?

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে মাদ্রাসাগুলো ছাত্রসংখ্যার শর্ত পূরণ করতে পারছে না কেন বা পারবে না কেন? অসুবিধাটা কোথায়? গলৎ কোন্‌খানে? এই গলৎ চিহ্নিত করার জন্যই স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রসঙ্গে যেতে হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার মোট ৫টি স্তর ঃ (১) ইবতেদায়ী-প্রাথমিক, (২) দাখিল-মাধ্যমিক, (৩) আলিম-উচ্চ মাধ্যমিক, (৪) ফাজিল-ডিগ্রী, (৫) কামিল-মাস্টার্স। একে পিরামিড আকৃতির সাথে তুলনা করা যায়। অর্থাৎ বিশাল ভিত্তির উপরে ক্রমে সরু হয়ে উপরে উঠবে। এই ভিত্তিটাই যদি না থাকে বা যদি হয় দুর্বল, তবে সুবিশাল প্রাসাদ তার উপর দাঁড়াবে কিভাবে? একটি হাই স্কুল ছাত্রসংখ্যার দিক দিয়ে ঠিকমত চলার জন্য তার ফিডার ইনস্টিটিউট হিসেবে করা কয়টি প্রাইমারী স্কুল থাকা আবশ্যক, অনুরূপ একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের জন্য কয়টি হাই স্কুল, ডিগ্রী কলেজের জন্য কতটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির জন্য কতটি ডিগ্রী কলেজ আবশ্যক– আমরা তা সহজেই অনুমান করতে পারি। এভাবে একটি দাখিল মাদ্রাসার ছাত্র কোটা পূরণের জন্য কতটি ইবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং তদূর্ধ্ব স্তরসমূহের জন্য কতসংখ্যক ফিডার ইনস্টিটিউট থাকা আবশ্যক তাও সহজে অনুমান করা যায়। মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার মূল ভিত্তি সেই ইবতেদায়ী স্তরকেই সুপরিকল্পিতভাবে ধসিয়ে দিয়ে এখন উর্ধ্বতন স্তরসমূহে অধিকসংখ্যক ছাত্র দাবী করা হচ্ছে। এ যেন সেই গ্রাম্য প্রবাদ 'না খাবার বোল-ভাজা মাছের ঝোল।'

১৯৭৮ সালে জারিকৃত মাদ্রাসা এডুকেশন অর্ডিনেন্স জারির পর থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় নবপ্রাণ সঞ্চারিত হয়। দেশব্যাপী স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। স্বল্পসময়ের মধ্যে বিশ হাজারের অধিক স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অধিকাংশই লাভ করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন। ইবতেদায়ী মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীকে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে সরকারী প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যসূচীর সমমানের বলে একাডেমিক স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানকে এবং এদের শিক্ষকগণকে উপযুক্ত বেতন-ভাতা প্রদানের আশ্বাসও দেয়া হয়। সে অনুযায়ী কিছুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ কয়েকবার কিছু কিছু অনুদানও লাভ করেন। জনগণ ব্যাপকভাবে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তার কারণ এখানে একই সাথে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ইসলামী বিষয়সমূহের শিক্ষা এবং বাংলা, অংক, ইংরেজীসহ সাধারণ বিষয়সমূহের শিক্ষাকে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাইমারী ৫ম স্কুলের শ্রেণীর ছাত্রের যতটুকু সাধারণ বিষয়সমূহের জ্ঞান হয় ইবতেদায়ীর ৫ম শ্রেণীর ছাত্রের ততটুকু সাধারণ বিষয়ের জ্ঞানতো হয়ই, সেই সঙ্গে ঈমান, আকিদা, নামাজ, রোজাসহ দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় মসলা-মাসায়েলের জ্ঞানও লাভ করে। শেখে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত। দীক্ষা পায় ইসলামী আদব আখলাকেরও। এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষেরা তাদের সন্তানদের এমন শিক্ষাইতো দিতে চায়। ধর্ম আমাদের জীবনের সাথে অবিচ্ছিন্ন, অচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে সুতরাং ধর্মীয় শিক্ষা চাই। আর বৈষয়িক প্রয়োজন মেটানোর জন্য চাই সাধারণ বিষয়ের শিক্ষা। এ দুটো যদি একই সাথে পাওয়া যায়, সেতো সোনায় সোহাগা। ইবতেদায়ী মাদ্রাসা তথা গোটা মাদ্রাসা শিক্ষাধারার মধ্যে এ দুয়ের সম্মিলন দেখে এর প্রতি বিপুলভাবে আকৃষ্ট হল আমাদের জনগণ। এরই মধ্যে এনজিও পরিচালিত আনুষ্ঠানিক, আনুষ্ঠানিক প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা চালু করিয়ে দেয়া হল। এসব স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের বইপত্র, শিক্ষা উপকরণ, পোশাক পরিচ্ছেদ বিনামূল্যে বিতরণ করা হতে লাগল। এমনকি তাদের অভিভাবকদের পর্যন্ত নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রলোভন ছড়িয়ে দেয়া হল। ওদিকে প্রতিশ্রুত অনুদান প্রদান থেকে বঞ্চিত করা হতে থাকল স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রসার শিক্ষকদের। শুরু হল স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী ও সরকার ও এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা। একদিকের শিক্ষকরা বেতন ভাতা পাচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাপোকরণ, নাস্তাপানি, পোশাক-পরিচ্ছেদ সবকিছু পাচ্ছে আরেক দিকের শিক্ষক ও ছাত্ররা পাচ্ছে না কিছুই। এই অসম প্রতিযোগিতায় এই দরিদ্রদেশের ক্ষুধার্ত মানুষেরা কতক্ষণ আর টিকে থাকতে পারে? বেশীক্ষণ পারে না। আর পারলও না স্বতন্ত্র ইবতেদায়ীর সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরা। নিরক্ষরতা দূরীকরণের, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপক সম্প্রসারণের, আমাদের আগামী প্রজন্মকে ঈমান ও আমলে সমৃদ্ধ করার অপরিমেয় প্রতিশ্রুতি নিয়ে শুরু হয়েছিল যে ইবতেদায়ীর গতি প্রবাহ, অচিরেই তা স্তিমিত হয়ে এল। ক্রমে অধিকাংশের অকালে মৃত্যু ঘটল। পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী না থাকায় ছাত্র সংখ্যায় ঘাটতি শুরু হল দাখিল থেকে পর্যায়ক্রমে উচ্চতর স্তরের মাদ্রাসাসমূহে। সামান্য যে কয়টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা এখনও টিকে আছে এবং সুযুক্ত যে ইবতেদায়ী